"অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যানাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্ ॥"

যে মানুষ শ্রীহরিনামমাহাত্ম্যে প্রশংসাবাক্য বলিয়া মনে করে, সেইজন নিখিল মনুষ্যের মধ্যে অত্যন্ত পাপিষ্ঠ, আর নিশ্চয়ই ঘোর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-সংহিতায় বৌধায়নের নিকটে শ্রীপরমেশ্বর যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও ইহাই পাওয়া যায়—

"মন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য
ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি,
সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গম্ ॥"

যে মানুষ আমার শ্রীনামকীর্ত্তনের বহুবিধ ফল শ্রবণ করিয়া বিশ্বাস করে না—প্রত্যুত প্রশংসাবাক্য বলিয়া মনে করে, আমি তাঁহাকে সংসারে নানাবিধ ঘোর দুঃখরাশিতে নিপীড়িতাঙ্গ করিয়া রাশি রাশি দুঃখজলধিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। অতএব, যাহার ভিতরে শ্রীনামাদির অনুসন্ধান আছে—এমত অন্য ভজনাঙ্গেও যদি কেহ প্রশংসাবাক্য বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে যে দোষ হইবে—এবিষয়ে সন্দেহ করাই চলে না। যেহেতু ভজনীয় শ্রীভগবানকে এবং ভজন শ্রীহরিভক্তিকে অনুসন্ধান না করিয়াও যদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও যখন ভজনের ফল শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির কথা শাস্ত্র হইতে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনুসন্ধানপূর্ব্বক শ্রীনামকীর্ত্তনাদি যে কোন ভক্তির অঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে যে ফললাভে ধন্য হইবে—ইহার আর কথা কি? অতএব, ভজনানুসন্ধানময় ভক্ত্যঙ্গের মহিমা শ্রবণ করিয়া যাহারা প্রশংসাবাক্য বলিয়া মনে করিবে, তাহাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে এতাদৃশ অপরাধরূপ প্রতিবন্ধকের অপেক্ষা করিয়াই শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত হইয়াছে—

"রাগাদিদূষিতং চিত্তং নাস্পদং মধুসূদনে।
বধ্নাতি ন রতিং হংসঃ কদাচিৎ কর্দ্দমাম্বুনি ॥
ন যোগ্যা কেশবং স্তোতুং বাগ্‌দুষ্টা চানৃতাদিনা।
তমসো নাশনায়ালং নেন্দোর্লেখা ঘনাবৃতা ॥"

বিষয়াসক্তি প্রভৃতি দোষে দুষ্টচিত্ত, ভগবান শ্রীমধুসূদনে স্থিরতা লাভ করে না; হংস কখনও কর্দ্দমযুক্ত জলে রতিলাভ করে না; মিথ্যা দ্বারা যে বাক্য দূষিত, তাহা কখনও কেশবকে স্তব করিতে পারে না। যেমন চন্দ্রকলা যদি মেঘে আচ্ছন্ন হয়, তবে অন্ধকার বিনাশ করিতে পারে না। সিদ্ধ